# নারী কৃষকদের ব্যাংক ঋণ (কৃষি) প্রাপ্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

Training Module on

# Women Farmer's Agriculture Loan

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

১ দিন

**প্রথম সংস্করণ :**

ফেব্রুয়ারী মাস, ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :**

**মামুন-উর-রশিদ**, সমন্বয়কারী, বাদাবন সংঘ

**ফারিহা জেসমিন**, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাদাবন সংঘ

**মোঃ তানভীর মোল্লা**, এমআইএস অফিসার, বাদাবন সংঘ

**ইপসিতা ইসলাম**, প্রোগ্রাম অফিসার, বাদাবন সংঘ

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| মুখবন্ধ | ..... | ০৪ |
| বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা | ..... | ০৫ |
| প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি | ..... | ০৬ |
| প্রতিটি অধিবেশন | ..... | ০৬ |
| পদ্ধতি ও উপকরণ | ..... | ০৬ |
| প্রশিক্ষণের সময়সূচী | ..... | ০৭ |
| অধিবেশন - ১ | ..... | ০৮ |
| অধিবেশন - ২ | ..... | ১০ |
| অধিবেশন - ৩ | ..... | ১২ |
| অধিবেশন - ৪ | ..... | ১৬ |
| সমাপনী অধিবেশন | ..... | ১৯ |

# মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। কৃষি এবং কৃষকেরাই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদন্ড। বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ জনশুমারি ২০২২ এর হিসাব মতে মোট জনসংখ্যা ১৬৫,১৫৮,৬১৬ জনের মধ্যে শতকরা ৬৮.৩৪% মানুষ গ্রামে বসবাস করে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো'র প্রভিশনাল হিসাবানুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ১১.০২%। বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বৃহত্তর কৃষি অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বেড়ে চলছে। বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে। তবে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায়, জমির মালিকানা পুরুষের হাতে থাকে। যার ফলে নারীরা ভূমিতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, এর মধ্যেও সীমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের নারীরা কৃষিতে বিরাট অবদান রাখছেন। বাংলাদেশের কৃষিতে ২০০৫ সালে নারীর ভূমিকা ছিল ৩৬.২ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে ৯.১ শতাংশ বেড়ে ৪৫.৩ শতাংশে দাড়িয়েছে। কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বিশ্বে এটাই সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের নারীরা যে কৃষিতে বিরাট ভূমিকা রাখছেন তা গবাদিপশু খাতে নজর দিলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ডেইরি ফারমার্স অ্যাসোসিয়েসনের তথ্য মতে, দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে গবাদিপশুর প্রায় ১০ লাখ খামার রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ খামার পরিচালনা করেন বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা। এছাড়া, বাংলাদেশের তরুণী ও নারীরা যৌথ উদ্যোগে একত্রীত হয়ে কৃষি কাজে অগ্রসর হচ্ছে, অনেক তরুণী ও নারীরা অ্যাগ্রো ফারমস তৈরি করছেন। বর্তমান বাংলাদেশের নারীরা গবাদিপশু ও হাস-মুরগী পালনের পাশাপাশি মৎস্য চাষ, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, কৃষি চাষাবাদ (ড্রাগন, আঙ্গুর, কমলা, পেয়ারা, শীতকালীন সবজি, বেগুন, আলু, বরবটি, ভুট্টা, ছোলা ইত্যাদি) এর প্রতি মনোনিবেশ করছে। নারীদের এই কৃষি সাফল্যের কারণে পরিবারের নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। তবে কৃষি নির্ভর এই অর্থনীতির দেশে কৃষক অর্থ কষ্টে ভোগে। কৃষক অর্থের অভাবে উৎপাদন করতে পারে না। ফলে তাকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কৃষক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলে। কৃষি ঋণ কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষি কাজে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরেও বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতায় স্বল্প সুদহারে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৬০% শস্য ও ফসল খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে, ১৫% প্রাণিসম্পদ খাতে এবং ১২% অন্যান্য খাতে (পল্লী উন্নয়ন ঋণ খাত, কৃষি ও সেঁচ যন্ত্রপাতি ঋণ খাত, জৈব সার উৎপাদন খাত ইত্যাদি) বিতরণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ২০২৪-২০২৫ অনুযায়ী ৩৮,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র মালিকানাধীন ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষকদের মাঝে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করছে। কৃষি ঋণ প্রকল্প নতুন কৃষক নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য কৃষক ও নারী সমাজকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া এবং সফল ও স্বাবলম্বী কৃষক নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা। কৃষি ঋণ প্রকল্প কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ অর্থায়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরিশেষে বলা যায় কৃষি ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

এদেশের নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়কে সামনে রেখে নারী কৃষকদের কৃষি ঋণ সহায়তা প্রদান বিষয়ক এই মডিউল। প্রত্যাশা করা যায় এই মডিউল ব্যবহার করে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীরা সকলে উপকৃত হবেন।

# বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা

প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জানান, কারণ তারা নারী কৃষকদের কৃষি ঋণ/এসএমই ঋণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে এবং নিজেদের মতামত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলবে। এরপর প্রশিক্ষক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা শুরু করবেন। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের সহজভাবে বোঝাবেন বাদাবন সংঘ কেনো এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে?

প্রশিক্ষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করার কারণ উল্লেখ করুন এবং বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। সহায়ক তার বক্তব্যে উল্লেখ করুন- বাদাবন সংঘ নারীদের সংগঠন, নারীদের অধিকার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি মূলত নারীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। এরপর প্রশিক্ষক কৃষি ঋণ কি, ঋণ আবেদনের প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা এবং কৃষি ঋণের সুদের হার ও পরিশোধের সময়সীমা সম্পর্কে ধারণা দিবেন। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদের একত্রীকরণ করার মাধ্যমে নারী কৃষক উদ্যোক্তা তৈরি করার কোন বিকল্প নেই। কৃষি ঋণ প্রকল্প সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সহযোগিতা করবে, নারীদের নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও বেকার লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহি করবে। এছাড়া, কৃষি ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশাবাদী।

আপনার বক্তব্যে উল্লেখ করুন, বাদাবন সংঘ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ তথা সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সংরক্ষণ, আর্থিক সচ্ছলতার উপায় ও নারী উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করে থাকে।

**উদাহরণ হিসেবে বলতে পারেন :**

- নারীরা কীভাবে সফল উদ্যোক্তা হতে পারবে সে সম্পর্কে সচেতন করা ।
- স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন করা।
- কৃষি ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন করা।
- কৃষি ঋণ কীভাবে নতুন কৃষক উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা ও নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করে সে সম্পর্কে সচেতন করা।

## প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়নের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের দলভুক্ত উপকারভোগী, নারী কৃষক, নেটওয়ার্ক সদস্য ও গ্রুপ সদস্যদের কৃষি ঋণ সম্পর্কিত বিষয়ে অবগত করা। উক্ত প্রশিক্ষণে নারী কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রাপ্তি, নারী কৃষক উদ্যোক্তা তৈরি এবং কৃষি ঋণের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন এবং তারা কৃষি ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে উপকৃত হবেন সেই সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান লাভ করবে বলে আশাবাদি।

**বাদাবন সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো শিখবো :**

- **কৃষি ও পল্লী ঋণ কি:** প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ কি তা জানতে পারবে?
- **কৃষি ঋণ নতুন নারী কৃষক উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে:** প্রশিক্ষণার্থীরা কৃষি ঋণ কীভাবে নতুন নারী কৃষক উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে জানতে পারবে।
- **ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা:** অংশগ্রহণকারীরা ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- **ঋণ আবেদন ফরম:** প্রশিক্ষণার্থীরা ঋণ আবেদন ফরম সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- **কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য:** অংশগ্রহণকারীরা কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে।
- **সুদের হার ও পরিশোধের সময়সীমা:** প্রশিক্ষণার্থীরা ঋণের সুদের হার ও পরিশোধের সময়সীমা সম্পর্কে জানবে।
- **কৃষি ঋণ বিতরণের খাতসমূহ:** অংশগ্রহণকারীরা কৃষি ঋণ বিতরণের বিভিন্ন খাতসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- **গ্রুপ ঋণ কি:** কৃষি গ্রুপ ঋণ সম্পর্কে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা ধারণা পাবেন।
- **ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি:** সফল উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে পরিণত করার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবে।

## প্রতিটি অধিবেশন

পর্বভিত্তিক করে সাজানো হয়েছে, যার সাথে প্রতিটি অধিবেশন কীভাবে পরিচালনা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

- অধিবেশনের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশিক্ষক ইচ্ছা করলে নিজের মতো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।
- অধিবেশনের সহায়ক তথ্য অংশটুকু প্রশিক্ষককে ভালোভাবে জানতে, বুঝতে এবং মনে রাখতে হবে।
- প্রতিটি অধিবেশনে বিভিন্ন খেলা অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত প্রশিক্ষণার্থীদের বোঝানোর জন্য সাজানো হয়েছে।
- মডিউলটি ভালোভাবে আত্মস্থ করবেন। কারণ এখানে বিষয়বস্তুর বিষদ বর্ণনা রয়েছে যা আত্মস্থ করতে পারলে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা অনেকটা সহজ হবে।
- প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে পরিচালনা প্রক্রিয়া ভালোভাবে জানতে হবে। অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি দেখে অধিবেশন পরিচালনা করা শোভনীয় নয়।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের নারী কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনায়নের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ নিশ্চিত করছি। নারী কৃষকগণ নিজেদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসায়িক মূলধন যোগান ও মূলধন ব্যবহারবিধি সম্পর্কে ধারণা পাবেন। নারী কৃষকগণ কৃষি ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেকে একজন সফল নারী কৃষক উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।

## পদ্ধতি ও উপকরণ

উক্ত প্রশিক্ষণে যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হবে এবং যে উপকরণগুলো ব্যবহার করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

**অধিবেশন পরিচালনা পদ্ধতি**

- বক্তৃতা ও দলীয় আলোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- প্রশ্নাত্তর
- দলগত কাজ
- রোল প্লে/অভিনয়

**অধিবেশন পরিচালনার উপকরণসমূহ**

- বোর্ড
- পোস্টার পেপার, আর্ট পেপার
- ভিপ কার্ড, ফ্লিপচাট, মাস্কিং টেপ
- মার্কার, কলম, সিগনেচার পেন
- চকলেট

# প্রশিক্ষণের সময়সূচী

| অধিবেশন নং | সময় | বিষয় | উদ্দেশ্য | পদ্ধতি | উপকরণ | সহায়ক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অধিবেশন-১ | ১০:০০-১০:৩০ | - জাতীয় সংগীত, সভার উদ্বোধন, পরিচয় পর্ব, প্রত্যাশা ও বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা প্রদান। | উদ্বোধনী বক্তৃতা, জড়তা বিমোচন ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। | বক্তৃতা, ছোট দলে আলোচনা। | মাল্টি মিডিয়া, বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, চকলেট। | |
| চা বিরতি - (সকাল ১০:৩০ – ১১:০০) | | | | | | |
| অধিবেশন-২ | ১১:০০-১২:০০ | - কৃষি ঋণ কি? ঋণ বিতরণের খাত।<br>- কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা।<br>- **প্রশ্নোত্তর পর্ব।** | কৃষি ঋণ সম্পর্কে জানা। কৃষি ঋণ প্রকল্প কীভাবে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে এবং কৃষি, পল্লী ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এর উদ্দেশ্য। | বক্তৃতা, আলোচনা। | মার্কার, পোস্টার পেপার, বোর্ড। | |
| অধিবেশন-৩ | ১২:০০-১৩:০০ | - কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য।<br>- ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া, যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র<br>- **প্রশ্নোত্তর পর্ব।** | কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য জানতে পারবে। কৃষি ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে জানতে পারবে। | বক্তৃতা, আলোচনা, দলগত কাজ। | বোর্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার। | |
| দুপুরের খাবার বিরতি - (১৩:০০ - ১৪:০০) | | | | | | |
| অধিবেশন-৪ | ১৪:০০-১৫:০০ | - ঋণ প্রদানের পরিমাণ, সুদ ও ঋণ পরিশোধ নিয়মাবলী।<br>- নারী উদ্যোক্তাদের কৃষিতে অগ্রাধিকার ও কৃষি গ্রুপ ঋণ।<br>- **প্রশ্নোত্তর পর্ব।** | কৃষি ঋণের পরিমাণ, সুদ ও ঋণ পরিশোধ নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা। নারী উদ্যোক্তাদের কৃষিতে অগ্রাধিকার দেওয়া ও গ্রুপ ঋণ সম্পর্কে আলোচনা। | বক্তৃতা, আলোচনা, দলগত কাজ। | বোর্ড, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার ইত্যাদি। | |
| সমাপনী অধিবেশন | ১৫:০০-১৫:৩০ | - প্রশিক্ষণের জ্ঞান যাচাই ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি।<br>- প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন | অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণে জ্ঞান যাচাই মূলক পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন, তাদের অর্জন সম্পর্কে বলবেন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত প্রদান করবেন। | আলোচনা, প্রশ্নপর্ব ও মূল্যায়ন। | ফ্লিপচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার, মূল্যায়ন ফর্ম। | |

# অধিবেশন - ০১

## জাতীয় সংগীত, প্রশিক্ষণের উদ্বোধন, পরিচয় পর্ব, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা এবং বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান

### উদ্দেশ্য :

এটি শুরুর অধিবেশন, এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো এবং বাদাবন সংঘ'র কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো। প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ তৈরি করে প্রশিক্ষণটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা।

- একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সহায়ক নিয়মাবলি ও করণীয়সমূহ নির্ধারণ করতে পারবেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে -
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়াছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।

**পদ্ধতি :** বক্তৃতা

প্রশিক্ষক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করবেন। তিনি বাদাবন সংঘ'র সম্পর্কে ধারণা দিবেন। বাদাবন সংঘ নারীদের সংগঠন, নারীদের অধিকার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এরপর সহায়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত সবাইকে প্রশিক্ষণে মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করবেন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করবেন।

### সহায়কের জন্য নোট :

- নমুনা অনুযায়ী 'রেজিস্ট্রেশন ফরম, হাজিরা শীট ও অন্যান্য জিনিসগুলো' আগে থেকেই তৈরি রাখুন।
- কক্ষে কমপক্ষে ১ ঘন্টা আগে উপস্থিত হোন, প্রশিক্ষণ কক্ষে কোন ময়লা বা পরিত্যক্ত জিনিস যেন না থাকে নিশ্চিত করুন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষ সুন্দর করে গুছিয়ে ফেলুন। বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করুন যাতে সকলে আপনার কথা শুনতে পারে।
- উদ্দেশ্য ব্রাউন পেপারে লিখে রাখুন যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকে তবে ব্রাউন পেপারে লেখা উদ্দেশ্য ব্যবহার করুন।
- যখন প্রশিক্ষণার্থীরা আসতে শুরু করবেন, তখন আপনি নিজে তাদের এগিয়ে এনে বসান, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করুন এবং হাসিমুখে তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে আহ্বান জানান।
- প্রশিক্ষণটি অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। অংশগ্রহণকারীদেরকে অংশগ্রহণ করানোর বিষয় সর্বদা দৃষ্টি দিন এবং তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং দলীয় কাজে অংশগ্রহণকারীদের সাথে থাকুন।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন নিম্নস্বরে বা হালকাভাবে কথা বলুন, কখনো উত্তেজিত হবেন না।
- সহজভাবে কথা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা, স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করুন ও নিশ্চিত হন সকলে আপনার কথা বুঝতে পারছে।

## প্রক্রিয়া :

অংশগ্রহণকারীগণ অনেকে হয়তো অনেকের সাথে ভালভাবে পরিচয়ের সুযোগ পায়নি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে ভালভাবে/বন্ধুর মত পরিচিত হব। এক বন্ধু যেমন অন্য বন্ধুর সাথে নিজের দুঃখ কষ্ট শেয়ার করে, আনন্দ বেদনা ভাগাভাগি করে তেমনিভাবে আমরাও এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করবো। এসময় সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের গোল হয়ে দাঁড়াতে বলুন। সহায়ক উপস্থিতি অনুযায়ী পূর্বে একই মোড়কের/কালারের/ধরনের একজোড়া বা ২টি করে চকলেট কিনুন (যেমন- অংশগ্রহণকারী ২০জন হলে ১০ জোড়া ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চকলেট)। এবার চকলেট বিতরণ করুন এবং নিজেদের বন্ধু খুঁজে নিতে উৎসাহিত করুন। বন্ধু নির্বাচন শেষে সহায়ক বলবেন যিনি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন তার পাশে দাঁড়াবেন। সহায়ক এখন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে নিজের নাম, স্বামীর নাম, সন্তান সংখ্যা, তিনটি গুণ ও তিনটি সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলতে বলবেন। এই কথা বলা পর্ব শেষ হলে একে একে সকলকে ডেকে সহায়ক এক বন্ধু অন্য বন্ধুর পরিচয় তুলে ধরতে বলবেন (সময় ১০ মিনিট)।

## প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা :

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনার পূর্বে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন আমরা এখানে কেন এসেছি? তারা যে উত্তর প্রদান করবে তার সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট তুলে ধরুন। এবার তাদেরকে একটি করে ভিপকার্ড ও মার্কার সরবরাহ করুন, অংশগ্রহণকারীদের বলুন এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা যে বিষয়গুলো জানতে চান তা ভিপকার্ডে লিখতে এবং সময় দিবেন পাঁচ মিনিট। লেখা হয়ে গেলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং তাদের পড়ে শোনান। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এবার প্রত্যাশাগুলোকে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিতে বিভক্ত করুন। যদি নতুন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় প্রত্যাশা হিসেবে এসে থাকে তবে তা প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করুন। সর্বশেষ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো তুলে ধরবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করুন। পরবর্তীতে ভিপকার্ডগুলো ব্রাউন পেপারে আঠা দিয়ে লাগিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখবেন এবং পূর্বে তৈরি করা পোস্টার পেপারে পর্যায়ক্রমে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

# অধিবেশন - ০২

## কৃষি ও পল্লী ঋণ কি? কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা

**অধিবেশনের বিষয় :**

- কৃষি ও পল্লী ঋণ কি? কৃষি ঋণ বিতরণের খাতসমূহ
- কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা

**পদ্ধতি :** আলোচনাপর্ব, প্রশ্নোত্তরপর্ব।

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন-২ এর কার্যক্রম শুরু করুন। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচায়ের জন্য প্রশ্ন করুন-কৃষি ও পল্লী ঋণ বলতে আমরা কি বুঝি এবং কৃষি ও পল্লী ঋণ কীভাবে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখে?

অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত প্রদান করলে সহায়ক সেগুলো নোট করুন, সহায়ক ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা মতামতের সাথে আরো তথ্য যোগ করতে পারেন। অধিবেশন চলাকালীন বা অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের উক্ত বিষয়ে আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

### কৃষি ও পল্লী ঋণ কি? কৃষি ঋণ বিতরণের খাতসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। তবে কৃষি নির্ভর এই অর্থনীতির দেশে কৃষক অর্থের অভাবে উৎপাদন করতে পারে না, ফলে তাকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কৃষক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলে। এক কথায় বলতে গেলে কৃষি কার্যক্রম তথা- শস্য ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, প্রাণি সম্পদ পালন, কৃষি ও সেঁচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, কৃষি বীজ উৎপাদন ও গুদামজাতকরণের জন্য কৃষি ঋণ নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত ঋণকে কৃষি ঋণ বলে। কৃষি ঋণ কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। কৃষি ঋণের প্রধান লক্ষ্য কৃষক বান্ধব ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

### কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের খাত সমূহ:

**শস্য ও ফসল চাষাবাদ খাত:**
- ফসল উৎপাদন সময়কালে বিতরণ
- মিশ্র ফসল, সাথী ফসল চাষে বিতরণ
- শস্য বহুমূখীকরণে বিতরণ
- উচ্চমূল্য ফসল চাষে বিতরণ
- অমৌসুমি সবজি, ফসল চাষে বিতরণ
- ভাসমান পদ্ধতি চাষাবাদে বিতরণ
- ছাদকৃষি খাতে ঋণ বিতরণ

**মৎস্য সম্পদ খাত (শস্য ও ফসল):**
- মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ বিতরণ
- খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ বিতরণ
- কাঁকড়া, কুচিয়া চাষে ঋণ বিতরণ
- চিংড়ি চাষে ঋণ বিতরণ
- কার্প জাতীয় মাছ চাষে ঋণ বিতরণ
- শুটকি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এ ঋণ বিতরণ

**পশু খাত, পোলট্রি খাত (কৃষি শিল্প ঋণ):**
- গবাদি পশু পালন খাতে ঋণ বিতরণ
- পশু মোটাজাতকরণে ঋণ বিতরণ
- পোলট্রি খাতে ঋণ বিতরণ (হাস-মুরগি পালন)
- টার্কি পাখি পালনে ঋণ বিতরণ

এছাড়া, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত (ফসল কাটা ও মাড়াই যন্ত্র, সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয় ইত্যাদি), পল্লী উন্নয়ন ঋণ খাত (গ্রামীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি, তাঁত শিল্পে অর্থায়ন), অন্যান্য (কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন, শস্য গুদাম/বাজারজাতকরণ খাত, নার্সারি স্থাপন) খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

## কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ভূমিকা :

### কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে এ দেশের কৃষি। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকগুলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের ঋণ প্রদান করে থাকে। দেশের রাষ্ট্র মালিকানাধীন ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ করছে। কৃষি ঋণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

- কৃষকবান্ধব ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- কৃষি খাতে কাঙ্খিত উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
- আমদানি নির্ভরতা কমানো ও কৃষি রপ্তানি বাড়ানো।
- নারী কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাপ্ত কৃষি পণ্যের যোগান নিশ্চিত করণ।
- নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সফল ও স্বাবলম্বী কৃষক নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা।
- প্রকৃত কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ইত্যাদি।

### কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা-

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে। দেশের নারীরা সীমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে কৃষি উৎপাদন খাতে বিরাট অবদান রাখছেন। বাংলাদেশের কৃষিতে ২০০৫ সালে নারীর ভূমিকা ছিল ৩৬.২ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে ৯.১ শতাংশ বেড়ে ৪৫.৩ শতাংশে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নারীরা যে কৃষিতে বিরাট ভূমিকা রাখছেন তা গবাদিপশু খাতে নজর দিলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে গবাদিপশুর প্রায় ১০ লাখ খামার রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ খামার পরিচালনা করেন বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা। দেশের নারীদের এই অতুল্য সাফল্যের পিছনে কৃষি ঋণ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কৃষি ঋণ কীভাবে ভূমিকা রাখে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি ঋণ কৃষক নারী উদ্যোক্তা তৈরি করে।
- ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নারী কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য মূলধনের যোগান দেওয়া
- কৃষক নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।
- কৃষক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা বাজেট প্রণয়ন করা।
- গ্রুপ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সফল ও স্বাবলম্বী কৃষক নারী উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করা।
- নারী সমাজকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে সম্পৃক্ত করা।
- কৃষি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের কৃষি কাজে আগ্রহী করে তোলা, যা কৃষক নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখে ইত্যাদি।

## মূল্যায়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বঃ

সহায়িকা অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন তারা এই অধিবেশন থেকে কি কি বিষয় জানতে পেরেছে, ধারণা লাভ করেছে যা তাদের ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভে কাজ করবে। প্রশ্ন করুনঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প কয়টি খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প কীভাবে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তিলাভে ভূমিকা রাখে।
- আপনি কি মনে করেন কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প কৃষক নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প বেকারদের কর্মসংস্থান তৈরিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে।

# অধিবেশন - ০৩

## কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য কি? ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

### অধিবেশনের বিষয়:

- কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য
- ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

**পদ্ধতি :** মুক্তআলোচনা পর্ব, দলগত কাজ, প্রশ্নাত্তরপর্ব।

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনটি মুক্ত আলোচনাপর্ব দিয়ে শুরু করবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সমান সংখ্যকভাবে তিনটি দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন, যাতে তারা দলগত ভাবে কাজ করতে পারে এবং অনেক বেশি ধারণা পেতে পারে। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নির্ধারিত তিনটি বিষয়ে দলগত আলোচনা ও কাজ করতে বলুন। বিষয় তিনটি হল: ১) নারী কৃষক উদ্যোক্তা বলতে কি বুঝি? ২) নারী কৃষকগণ কীভাবে কৃষি ঋণ সহায়তা পাবেন, ৩) নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কৃষি ঋণের গুরুত্ব/ভূমিকা কি?

অংশগ্রহণকারীরা তাদের দলগত কাজ শেষ করার পর সহায়ক প্রত্যেক দল থেকে দুই জন কে সামনে আসতে বলুন এবং তাদের মতামত সকলের সাথে শেয়ার করতে বলুন। যদি কোনো অংশগ্রহণকারীর মতামত বুঝতে সমস্যা হয়, তাহলে সেটা স্পষ্ট করুন। সহায়ক ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের সাথে আরো তথ্য যোগ করতে পারেন। অধিবেশন চলাকালীন বা অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের উক্ত বিষয়ে আরো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

### কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য:

কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

কৃষি ও এসএমই ঋণ প্রকল্প বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন খাতকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কৃষক, নারী কৃষক উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি লাভের পথ তৈরি করছে। নিম্নে কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করা হল:

| কৃষি ঋণ | এসএমই ঋণ |
|---|---|
| - শস্য ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, প্রাণি সম্পদ পালন, কৃষি ও সেঁচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, কৃষি বীজ উৎপাদন ও গুদামজাতকরণে কৃষি ঋণ নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত ঋণকে কৃষি ঋণ বলে। | - ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়। |
| - কৃষি ঋণ কৃষি কাজের সাথে জড়িত প্রকৃত কৃষকগণ গ্রহণ করতে পারবে। | - ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এসএমই ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। |
| - কৃষি ঋণের প্রধান লক্ষ্য কৃষক বান্ধব ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। | - এসএমই ঋণের উদ্দেশ্য দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়ন, সুলভ অর্থায়ন, বাজার সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। |
| - ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীণ কৃষক, বর্গাচাষীরা দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। | - একাধিক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গ্রুপ ঋণ প্রদান করা হয়, শুধু নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গ্রুপ ঋণ প্রযোজ্য। |

| কৃষি ঋণ | এসএমই ঋণ |
|---|---|
| - কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে, তবে ঋণের বিপরীতে উৎপাদিত ফসল বন্ধক থাকিবে। খতিয়ান, পর্চা ও অন্যান্য কাগজপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে (প্রযোজ্য হলে)। | - নারী উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে জামানত বিহীন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। |
| - কৃষি ঋণ মূলত ৩টি মূল খাতের উপর বিতরণ করা হয়। | - ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার বেশি হলে ভূমির কাগজপত্র, মজুদ পণ্য, যন্ত্রাংশ ও ব্যক্তিগত জামানত ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকিবে। এছাড়া ট্রেড লাইসেন্সের কপি জমা দিতে হবে। |
| - কৃষি ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুদের হার ৪ - ১২% নির্ধারণ করা হয়, তবে ব্যাংক সুদের হার পরিবর্তন করতে পারবে। | - কৃষি ভিত্তিক শিল্প গঠনেও এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়। |
| - কৃষি ঋণ স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি হিসাবে প্রদান করা হয়। | - নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৩% হারে এসএমই ঋণ প্রদান করা তবে ব্যাংক সুদের হার পরিবর্তন করতে পারবে। |
| - ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদান করা। | - এসএমই ঋণ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে প্রদান করা হয়। |
| - কৃষক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা বাজেট প্রণয়ন করে। | - আলাদা বাজেট প্রণয়ণের মাধ্যমে নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। |

## কৃষি ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

### কৃষি ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া:

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালীকাশক্তি, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি অর্থনীতিকে টেকসই ও বেগমান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে। তার মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প একটি। কৃষি ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষককে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে হয়। নিম্নে আবেদন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হল:

- নারী কৃষকগণ কোন ধরনের ঋণ সেবা পেতে ইচ্ছুক, সে সম্পর্কে ব্যাংক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।
- ব্যাংকের নির্ধারিত ঋণ আবেদন ফরমে উল্লেখিত বিষয়গুলো পূরণ করতে হবে। যেমন- আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, পরিচয়পত্রের নাম্বার, যে জমিতে চাষাবাদ করবে তার বিবরণ (নিজস্ব মালিকানা, বর্গাচাষ, লিজ জমি), ফসলের বিবরণ, ঋণের পরিমাণ, জামানতকারীর তথ্য ও অন্যান্য তথ্য পূরণ করা।
- ঋণ আবেদন ফরমের সাথে আবেদনকারীর ছবি সংযুক্ত করে জমা দেওয়া।
- কৃষি ঋণ পাশ বই এর জন্য আবেদন করা।
- ঋণ আবেদন ফরমের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজ (জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জমির জামানতের কাগজের ফটোকপি- নঁকশা, পর্চা, দলিল, খতিয়ান (প্রযোজ্য হলে), হোল্ডিং ট্যাক্সে কাগজ (পৌরসভা), জামানতকারীর কাগজপত্র ইত্যাদি জমা দিতে হবে।
- ব্যাংকে হিসাব খোলা না থাকলে নারী কৃষক ১০ টাকার সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে ঋণ আবেদন করতে পারবে।
- গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে কৃষকদের স্বাক্ষর দিয়ে আবেদন ফরমের সাথে জমা দিতে হবে।
- বর্গাচাষির ক্ষেত্রে জমির মালিককে জামিনদার রাখতে হবে। লিজকৃত জমির ক্ষেত্রে লিজের কাগজ জমা দিতে হবে।
- ১২৫,০০০ টাকার মধ্যে ৫০০ টাকা চার্জ এবং এর উপরে ঋণ গ্রহণের জন্য হাজার প্রতি ৪ টাকা চার্জ প্রদান করতে হবে।

এছাড়া ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করতে হবে এবং নির্ধারিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

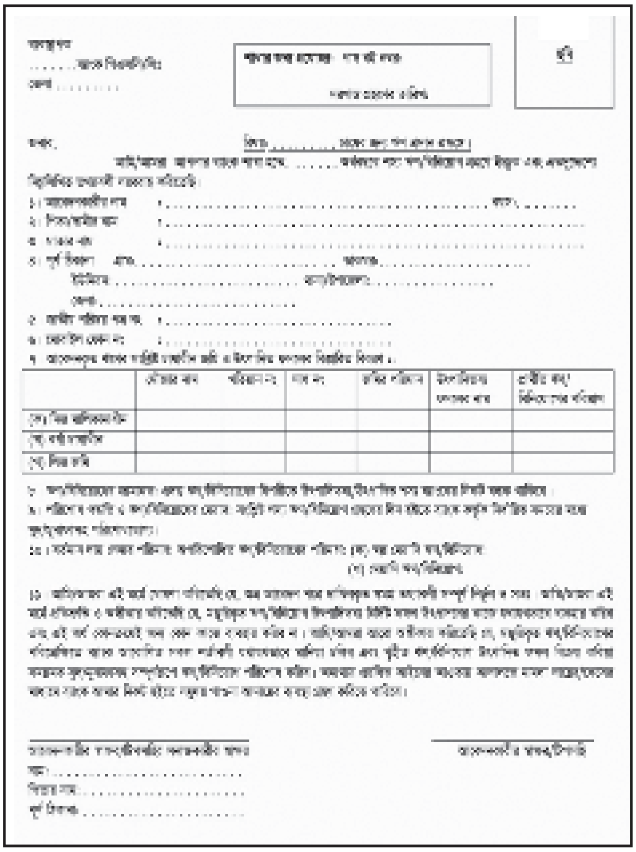

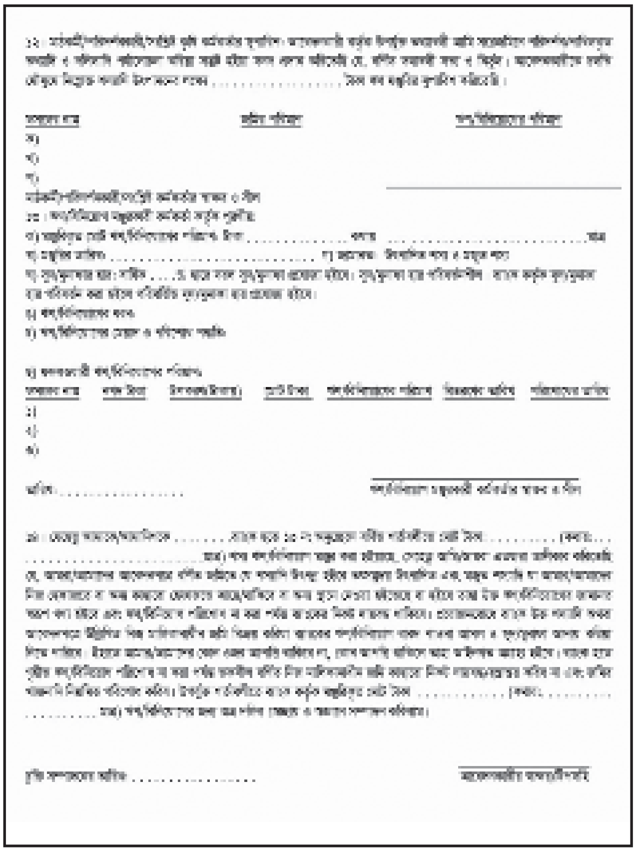

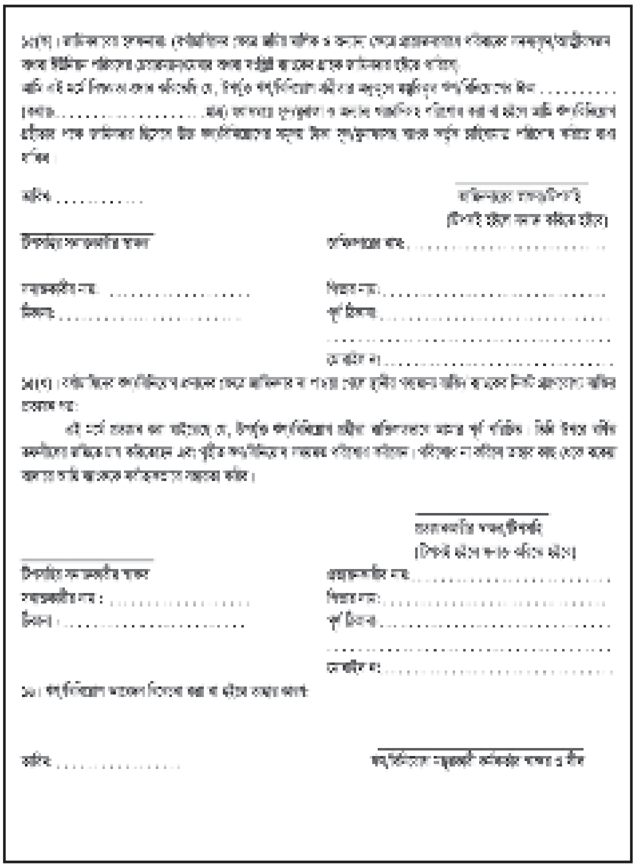

## ঋণ আবেদনের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

কৃষি ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের যোগ্যতা:

- ১৮ বছরের উর্ধ্বে বাংলাদেশী যেকোন কৃষক বা নারী কৃষক কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
- অবশ্যই ঋণ গ্রহিতাকে কৃষি উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত প্রকৃত কৃষক হতে হবে।
- বর্গাচাষী কৃষক দলবদ্ধভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। জমির মালিককে জামিনদার রাখতে হবে।
- কৃষি ও সেঁচ যন্ত্রপাতি, কৃষি বীজ উৎপাদন, গুদামজাতকরণের সাথে জড়িত ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
- মৎস্য ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব মালিকানাধীন পুকুর বা লিজ করা পুকুর হতে হবে।
- গবাদি পশু খাতে ঋণ গ্রহণের জন্য ঋণ গ্রহিতার পূর্ব থেকে পশু থাকতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তাদের পশু না থাকলেও ঋণ প্রদান করা হয়।
- পূর্বে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করে নাই, তাহলে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যতীত বিভিন্ন ব্যাংক নিজেদের তৈরিকৃত নীতিমালা বা বিধি বিধান অনুযায়ী নারী কৃষক নির্বাচন করে থাকে।

### ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

| | |
|---|---|
| - ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র<br>- পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)<br>- জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি<br>- জামিনদারের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি<br>- গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে কৃষকদের স্বাক্ষর | - জমির খতিয়ান, পর্চা, দলিলের ফটোকপি (প্রযোজ্য হলে)<br>- উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়িক ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট, ভাড়ার চুক্তিপত্র প্রদান করতে হবে।<br>- বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তির কাগজ।<br>- হোল্ডিং ট্যাক্স বা জমির খাজনা পরিশোধের কাগজ। |

এছাড়াও ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কাগজপত্রের কথা উল্লেখ থাকলে উল্লেখিত কাগজ প্রদান করতে হবে।

### মূল্যায়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব:

সহায়িকা অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন তারা এই অধিবেশন থেকে কি কি বিষয় জানতে পেরেছে, ধারণা লাভ করেছে যা তাদের ভবিষ্যতে কাজে আসবে। প্রশ্ন করুন-

- কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্পের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি?
- ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে?
- ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে?
- কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে?

# অধিবেশন - ০৪

## ঋণ প্রদানের পরিমাণ, সুদ ও ঋণ পরিশোধ নিয়মাবলী, নারী উদ্যোক্তাদের কৃষিতে অগ্রাধিকার ও কৃষি গ্রুপ ঋণ

### অধিবেশনের বিষয়:

- কৃষি ঋণের পরিমাণ, সুদ ও ঋণ পরিশোধের নিয়মাবলী
- নারী উদ্যোক্তাদের কৃষিতে অগ্রাধিকার ও কৃষি গ্রুপ ঋণ

**পদ্ধতি :** আলোচনা পর্ব, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তরপর্ব।

সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত অধিবেশনটি শুরু করুন। সহায়ক অধিবেশন পরিচালনার জন্য মুক্ত আলোচনাকে প্রাধান্য দিন। অংশগ্রহণকারীরা উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে কি শিখলেন এবং কীভাবে তাদের জীবনে বিষয়গুলো কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করতে পারবে সে সম্পর্কে বলার জন্য উৎসাহি করবেন।

### কৃষকদের মধ্যে কৃষি ঋণ প্রদানের পরিমাণ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় ৩৮,০০০ কোটি টাকা দেশের প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন হারে ঋণ বিতরণের কথা উল্লেখ আছে। কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্পে কৃষি শস্য ও ফসল উৎপাদন খাত, মৎস্য খাত, পশু সম্পদ খাত, সেঁচ প্রকল্প খাত, পল্লী খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। সেই লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন হারে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যদিকে জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ, পশুর সংখ্যা, পুকুর/ঘেরের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ব্যাংকগুলো কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করে থাকে। যার ফলে নির্দিষ্ট করে ঋণের পরিমাণ বলা সম্ভব নয়, তবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতি একর জমিতে ৭৭,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। তাই সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ প্রদান করুন- যে ব্যাংক থেকে অংশগ্রহণকারীরা ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ঐ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার জন্য। ঋণ গ্রহিতা যে খাতে ঋণ গ্রহণ করতে চাচ্ছেন সে খাতে সর্বোচ্চ কতো টাকা গ্রহণ করতে পারবে, জামানত, সুদের হার এবং পরিশোধ সময়কাল কত। কারণ ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার ও জামানতের ধরণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, যা ব্যাংকগুলো আলাদা আলাদাভাবে ধার্য বা নির্ধারণ করে।

### সুদের পরিমাণ:

কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য টেকসই কৃষি ব্যবস্থা ও বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। কৃষি ও পল্লী ঋণ কৃষক, নারী কৃষক, বর্গাচাষী, মৎস্যচাষী অর্থাৎ কৃষি কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়। তাই কৃষি ঋণে সর্বনিম্ন সুদ ধার্য করা হয়েছে, যাতে দেশের প্রান্তিক কৃষকগণ ঋণ গ্রহণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে এবং অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ পায়। কৃষি ঋণ প্রকল্পে ঋণ গ্রহণের উপর সুদ চার্জ ৪ - ১২% নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি ঋণ প্রকল্পে ভিন্ন ভিন্ন খাতে ভিন্ন ভিন্ন চার্জ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকগুলো আলোদাভাবে সুদের হার নির্ধারণ করতে পারবে। তাই সঠিক সুদের হার জানার জন্য ঋণ গ্রহিতার ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলা আবশ্যক।

যেমন- বিশেষ বা অগ্রাধিকার ফসল (ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা, মসলা) এর ক্ষেত্রে সুদের হার ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ১৩% সুদ চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে।

### ঋণ পরিশোধ নিয়মাবলী:

শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে মৌসুম অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করতে হয়। শস্য ও ফসল ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ বা কিস্তি পরিশোধ সময়কাল মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/এককালীন হিসাবে হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যাংক তাদের গৃহিত নীতিমালা অনুযায়ী খাত ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, জামানতের ধরণ ও পরিশোধ সময়কাল নির্ধারণ করে থাকে। তবে ঋণ গ্রহিতার ঋণ গ্রহণের পর প্রতি বছরের সুদের টাকা ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক, যার ফলে ব্যাংক নিশ্চিত হবে আপনি ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং আপনি দেশের মধ্যে আছেন। সে ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার দীর্ঘমেয়াদিভাবে ঋণ ব্যবহার করার সুযোগ হবে। যদি ঋণ গ্রহিতা ঋণ পরিশোধ না করে বা প্রতিবছর সুদ পরিশোধ না করে তাহলে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি পেতে হতে পারে। যেমন- বন্ধকি জমি ব্যাংক নিলামে তুলতে পারে, মামলা ও জেল জরিমানা হতে পারে। তাই ঋণ গ্রহণ করলে ঋণ গ্রহিতার ঋণের অর্থ সময়মত পরিশোধ এবং প্রতি বছরের সুদ প্রতি বছর পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।

### নারী উদ্যোক্তাদের কৃষিতে অগ্রাধিকার ও কৃষি গ্রুপ ঋণ:

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে। বাংলাদেশের কৃষিতে ২০০৫ সালে নারীর ভূমিকা ছিল ৩৬.২ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে ৯.১ শতাংশ বেড়ে ৪৫.৩ শতাংশে দাড়িয়েছে। যা নারী উদ্যোক্তাদের কৃষি খাতে অগ্রাধিকার বাড়িয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের কৃষিতে অগ্রাধিকার বৃদ্ধির কারণ নিম্নরূপ:

- নারী কৃষক সমাজকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে সম্পৃক্ত করা।
- নারী কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তোলা।
- পরিবার ও সমাজে নারী উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা।
- নারীদের কৃষি উৎপাদনমূলক কাজে আত্মনির্ভর করে তোলা।
- নারী কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উৎসাহি করা এবং পর্যাপ্ত শস্য পণ্যের যোগান নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

### কৃষি গ্রুপ ঋণ:

যখন একাধিক বর্গাচাষী কৃষক একত্রিত হয়ে ব্যাংক থেকে কৃষি ও শস্য ঋণ গ্রহণ করে তখন তাকে কৃষি গ্রুপ ঋণ বলা হয়। কৃষি গ্রুপ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক:

- গ্রুপ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষক দল থাকতে হবে।
- গ্রুপের সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে ঋণ আবেদন করতে হবে।
- লিজকৃত জমি বা বর্গাচাষের জমির তথ্য প্রদান করতে হবে।
- ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে কৃষকদের স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।
- দলের নেতা বা জমির মালিককে জামানতকারী হিসাবে থাকতে হবে।
- সকল কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও ছবি জমা দিতে হবে ইত্যাদি।

এছাড়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণে শুধুমাত্র নারী কৃষকদের জন্য গ্রুপ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা অনেক সহজভাবে নারী কৃষক দল আবেদন করতে পারবে।

### মূল্যায়ন ও প্রশ্নাত্তর পর্ব:

সহায়িকা অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন তারা এই অধিবেশন থেকে কি কি বিষয় জানতে পেরেছে, ধারণা লাভ করেছে যা তাদের ভবিষ্যতে কাজে আসবে। প্রশ্ন করুন:

- কৃষি ও পল্লী ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে কেন ব্যাংক কর্মকর্তার সাথে কথা বলা প্রয়োজন।
- কৃষি গ্রুপ ঋণ কীভাবে সংঘবদ্ধ নারী কৃষকদের উন্নতি করবে বলে আপনি মনে করেন।
- ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে?
- কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রকল্প নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে?

### মন্তব্য:

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। কৃষি এবং কৃষকেরাই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদন্ড। কৃষক বান্ধব ও দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ঋণ প্রকল্প নীতিমালা ২০২৪-২০২৫ প্রণয়ন করে। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতায় স্বল্প সুদহারে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৬০% শস্য ও ফসল খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে এবং ১৫% প্রাণিসম্পদ খাতে এবং ১২% অন্যান্য খাতে (পল্লী উন্নয়ন ঋণ খাত, কৃষি ও সেঁচ যন্ত্রপাতি ঋণ খাত) বিতরণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ২০২৪-২০২৫ অনুযায়ী ৩৮,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের রাষ্ট্র মালিকানাধীন ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষকদের মাঝে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করছে। কৃষি ঋণ প্রকল্পে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন বা ব্যবহার করতে পারবে (অনুমোদন সাপেক্ষে)। সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো খাত ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ, সুদের হার নির্ধারণ, জামানতের নিয়মাবলী, ঋণ পরিশোধ সময়কাল নির্ধারণের অধিকার রাখে। তাই সহায়ক ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন নারী কৃষককে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তার সাথে কথা বলার জন্য পরামর্শ প্রদান করুন।

# সমাপনী অধিবেশন

## প্রশিক্ষণের জ্ঞান যাচাই এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি

এই অধিবেশনটি মূলত উক্ত প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন পর্ব। এর উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে কি কি শিখতে পারলেন, জানতে পারলেন তা যাচাই করা। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফরম প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদান করবেন এবং মূল্যায়ন ফরমে যে সকল প্রশ্ন করা থাকবে তার উত্তর প্রদান করতে উৎসাহিত করবেন।

সময় পাবেন সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট।

### মূল্যায়ন ও প্রশ্নাত্তর পর্ব:

১) কৃষি ঋণ প্রকল্প কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা রাখে?
- ❑ মূলধন যোগানের মাধ্যমে
- ❑ বীজ প্রদানের মাধ্যমে
- ❑ সার প্রদানের মাধ্যমে
- ❑ কোনটিই নয়

২) কৃষি ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?
- ❑ ব্যাংকে যাওয়া ও আবেদন করা
- ❑ ঘরে বসে অপেক্ষা করা
- ❑ সরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ
- ❑ কোনটিই নয়

৩) নিচের কোন কোন খাতগুলোর উপরে কৃষি ঋণ গ্রহণ করা যায়?
- ❑ শস্য, পশু ও মৎস্য সম্পদ খাত
- ❑ বাড়ি তৈরি
- ❑ গাড়ি ক্রয়
- ❑ কোনটিই নয়

৪) কৃষি ঋণ গ্রহণে কতো শতাংশ (%) হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়?
- ❑ ৫% - ৯% হারে
- ❑ ৪% - ১২% হারে
- ❑ ৮% - ১২% হারে
- ❑ ১০% - ১২.৫% হারে

৫) কৃষি ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে কেনো ব্যাংক কর্মকর্তার সাথে কথা বলা প্রয়োজন।
- ❑ ঋণ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য জানার জন্য
- ❑ সম্পর্ক তৈরি করার জন্য
- ❑ গল্প করার জন্য
- ❑ কোনটিই নয়

৬) কৃষি ঋণ কৃষকদের মাঝে-
- ❑ সহজ শর্তে প্রদান করা
- ❑ সুদ বেশি ধার্য করা হয়
- ❑ হয়রানি হতে হয়
- ❑ কোনটিই নয়

৭) কারা কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন?
- ❑ ব্যবসায়ীগণ
- ❑ প্রকৃত কৃষকগণ
- ❑ শ্রমিকগণ
- ❑ কর্মকর্তাদের জন্য

### ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি:

- **ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা-** কৃষি ঋণ ব্যবহার করে কিভাবে নারী উদ্যোক্তা হতে পারবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ।
- **মূলধনের ব্যবহার-** ঋণ গ্রহণের পর গ্রহণকৃত ঋণের মূলধন কোন খাতে ব্যবহার করবে এবং মূলধন ব্যবহারের নিয়মবিধি।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ব নির্ধারিত মূল্যায়ন ফরম প্রদান করুন। ফরমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহী করে তুলুন। মূল্যায়ন ফরম পূরণ করা শেষে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করুন।

ধন্যবাদ

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women’s Rights Organisation)

গ্রাম: কাটামারী, পো: ভেকটমারী, উপজেলা: রামপাল, জেলা: বাগেরহাট।
ফোন : +৮৮০২২২৩৩১০৭৪৬
Email: badabonsangho.bd@gmail.com
Web: www.badabonsangho.org